দৈনিক ইনকিলাব

263

তারিখ ... NOV. 28.1999.
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শেখ হাসিনা ও অমর্ত্য সেনকে ডক্টরেট ডিগ্রী দেয়া হবে

তিন দশক পর ১৮ ডিসেম্বর ঢাকা ভার্সিটির সমাবর্তন

ইনকিলাব রিপোর্ট ঃ স্বাধীনতার পর এই প্রথম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। দীর্ঘ ৩০ বছর পর আগামী ১৮ ডিসেম্বর শনিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪০তম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হবে। সমাবর্তন উৎসবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ভারতীয় বাঙালী অর্থনীতিবিদ প্রফেসর অমর্ত্য সেনকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদান করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সভাপতি থাকবেন এবং ডিগ্রী ও পদক প্রদান করবেন। তিনি চ্যান্সেলরের সমাবর্তন শোভাযাত্রায় নেতৃত্ব দেবেন। প্রফেসর অমর্ত্য সেন সমাবর্তন বক্তৃতা দেবেন। প্রায় দুই কোটি টাকা ব্যয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তন উৎসব আয়োজন করছে। উৎসবের আর মাত্র একমাস বাকী। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশে দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিতব্য সমাবর্তন অনুষ্ঠান প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীসহ বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারে তেমন সাড়া জাগাতে পারেনি। ৩০ বছর আগে ১৯৭০ সালের মার্চ মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বশেষ ১৪ পাতায়

তিন দশক পর ১৮ ডিসেম্বর ঢাকা ভার্সিটির সমাবর্তন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

৩৯তম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। রাজনৈতিক সংঘাত ও ক্যাম্পাসে ছাত্র সহিংসতার কারণে এই দীর্ঘ সময়ে বেশ কয়েকবার সমাবর্তন উদ্যোগ ব্যর্থ হয়েছে। তবে এ সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনটি বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সর্বশেষ ১৯৯৭ সালের ২৫ নভেম্বর বিশেষ সমাবর্তনে ইউনেস্কোর মহাপরিচালক প্রফেসর ফেডারিকো মেয়রকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদান করা হয়। এবার সাধারণ সমাবর্তনে ছাত্রছাত্রী, গবেষকদের ডিগ্রী ও পদক প্রদানের পাশাপাশি দু'জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদান করা হবে। একই সঙ্গে এ দু'জনের আয়োজন নিয়ে কিছু জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। সমাবর্তন উপলক্ষে গত ১২ নভেম্বর অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী ফোরাম সিনেটের বিশেষ অধিবেশনে এই জটিলতার সৃষ্টি হয়। একই সঙ্গে সাধারণ ও বিশেষ সমাবর্তন আয়োজন প্রশ্নে সিনেট সদস্যরা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েন। সিনেটরদের একাংশ একসাথে উভয় আয়োজনের বিরোধিতা করে একদিন সাধারণ ও পরদিন বিশেষ সমাবর্তন আয়োজন কিংবা একই দিনে দুই পর্বে আয়োজনের প্রস্তাব করেন। অন্য অংশ একইদিনে এক পর্বেই সাধারণ ও বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানের পক্ষে মত দেন। দীর্ঘ আলোচনার পরও সিনেটররা এ ব্যাপারে একমত হতে পারেননি। পরে সিদ্ধান্ত হয় যে, সমাবর্তন প্রশ্নে সিনেটরদের এ দ্বিমতের বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর প্রেসিডেন্টকে জানানো হবে। এখন এ ব্যাপারে প্রেসিডেন্টই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেবেন।

এদিকে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত সমাবর্তনে অংশগ্রহণের ব্যাপারে প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী, গবেষকদের কাছ থেকে তেমন সাড়া পাওয়া যায়নি। কর্তৃপক্ষ ৬ হাজার এলামনাই'র সমাবর্তনে অংশগ্রহণ আশা করলেও মাত্র শ'কয়েক সমাবর্তনে অংশগ্রহণের জন্য রেজিস্ট্রেশন করেছেন। উল্লেখযোগ্য সাড়া না পাওয়ায় কর্তৃপক্ষ অর্থায়নের বিকল্প চেষ্টা চালাচ্ছে। সমাবর্তনে অংশগ্রহণের জন্য স্নাতক ও সম্মান শ্রেণী উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের ৭৫০ টাকা এবং মাস্টার্স উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রী, এমফিল ও পিএইচডি গবেষকদের এক হাজার টাকা রেজিস্ট্রেশন ফি নির্ধারণ করা হয়েছে। ৬ হাজার ছাত্র-গবেষক অংশ নিলে তা থেকে ৬০ লাখ টাকা আসবে। প্রধানমন্ত্রী এ আয়োজনে ২০ লাখ টাকা দেবেন। বিশ্ববিদ্যালয় আরও অর্থের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সহায়তা চেয়েছে। কিন্তু তারা এখন অর্থ দিতে পারবে না বলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সোনালী ব্যাংকের কাছ থেকে ঋণ নেয়ার চেষ্টা করছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার সমর্থক প্রশাসনের একতরফা উদ্যোগ সমাবর্তনের মতো গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাসম্পন্ন অনুষ্ঠান আয়োজনে শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের একাংশের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অনিয়মের অভিযোগ এনে একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য সিনিয়র শিক্ষকদের একাংশ এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করছেন। তাদের বিরোধিতা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

কর্তৃপক্ষের ঘোষণা অনুযায়ী, জাতীয়, আঞ্চলিক ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা, দারিদ্র্য বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন ও দেশে গণতন্ত্রায়নে উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সম্মানসূচক 'ডক্টর অব লজ' ডিগ্রী প্রদান করা হবে। আর মানবজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন বিশেষ করে অর্থনীতির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য গত বছর অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বাঙালী বংশোদ্ভূত ভারতীয় অর্থনীতিবিদ প্রফেসর অমর্ত্য সেনকে 'ডক্টর অব সায়েন্স' ডিগ্রী প্রদান করা হবে। তারা দু'জনই ডিগ্রী গ্রহণে সম্মত হয়েছেন এবং প্রফেসর সেন সমাবর্তনে অংশগ্রহণের জন্য ১৭ ডিসেম্বর ব্যাংকক থেকে ঢাকা আসবেন। বিশ্বজুড়ে খ্যাতিমান, কল্যাণধর্মী অর্থনীতির প্রবক্তা ডঃ অমর্ত্য সেন তার পিতার শিক্ষকতার স্মৃতিবিজড়িত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শতাব্দীর শেষ সমাবর্তন উৎসবে সমাবর্তন বক্তৃতা দেবেন। তার শৈশব-কৈশোরের স্মৃতিময় ঢাকা নগরীতে দু'দিন কাটিয়ে ১৯ ডিসেম্বর কলকাতার উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করবেন।

১৮ ডিসেম্বর শনিবার সকাল ১০টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের খেলার মাঠে সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হবে। এর আগে ৩৯টি সাধারণ সমাবর্তন ছাড়াও বিশেষ সমাবর্তনের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের গুণী ব্যক্তি, কীর্তিমান শিক্ষাবিদ, গবেষক, বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, সংস্কৃতি ব্যক্তিত্বকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করেছে। স্বাধীনতার পর ১৯৭৪ সালে ৮ জন, '৯৩ সালে নোবেল বিজয়ী পাকিস্তানী পদার্থবিদ প্রফেসর আব্দুস সালাম এবং '৯৭ সালে ইউনেস্কো মহাপরিচালক প্রফেসর ফেডারিকো মেয়রকে সম্মানসূচক ডিগ্রী দেয়া হয়।

এবারের সমাবর্তনে যোগ দেয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ এই প্রথম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবেন। তার নেতৃত্বে ছাত্র-শিক্ষকরা বিশেষ একাডেমিক পোশাকে সমাবর্তন শোভাযাত্রায় অংশ নেবেন। সমাবর্তন শোভাযাত্রার মহড়া ১৭ ডিসেম্বর শুক্রবার সকাল ৯টায় বিশ্ববিদ্যালয় খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত হবে। নিয়মানুযায়ী, সমাবর্তনের দিন বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ ছুটি থাকবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর এ কে আজাদ চৌধুরীর নেতৃত্বে একটি নির্বাহী কমিটির তত্ত্বাবধানে সমাবর্তনের প্রস্তুতি এগিয়ে চলছে। তবে পর্যাপ্ত প্রচারণার অভাবে ছাত্র-শিক্ষকরা তাদের প্রিয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শতাব্দীর শেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠান সম্পর্কে এখনও তেমন কিছু জানতে পারেননি। ৩০ বছর পর অনুষ্ঠিতব্য সমাবর্তন আয়োজনের দায়িত্বে রত রেজিস্ট্রার অফিস বা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ বিভাগ প্রভৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দিতে পারছে না।

নতুন সহস্রাব্দে প্রবেশের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে আয়োজিত এককালে প্রাচ্যের অক্সফোর্ড নামে খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে গত ৩০ বছরে সমাবর্তনের আনন্দ থেকে বঞ্চিত ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণের সুযোগ পাবেন না। কেবল '৯৬, '৯৭, '৯৮ সালের বিভিন্ন স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রীপ্রাপ্ত গ্র্যাজুয়েটগণ এবং '৯৫ থেকে '৯৮ সালের জুন পর্যন্ত এমফিল ডিগ্রীপ্রাপ্তগণ সমাবর্তনে অংশ নিতে পারবেন। তবে ১৯৭০ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত সর্বশেষ সাধারণ সমাবর্তনের পর থেকে এ যাবৎ পিএইচডি ডিগ্রী অর্জনকারী সকল গবেষক এবং '৯২ সালের পর স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা সমাবর্তনে যোগ দিতে পারবেন। চ্যান্সেলর প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ ডিগ্রী ও পদক বিতরণ করবেন।